দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 5 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

কোন বিশ্ববিদ্যালয় কত টাকা পাচ্ছে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অর্থ সংকট চলছে। চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্রসমূহের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতি বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ বরাদ্দ দেয় তা অপর্যাপ্ত। চাহিদার তুলনায় অনেক কম। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের তুলনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দে ব্যাপক বৈষম্য থাকে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষের ১১ হাজার ১শ' ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ছিল নয় কোটি ২০ লাখ টাকা। একই শিক্ষাবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৫ শ' ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি ৩০ লাখ টাকা। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক (১৯৯০-৯৫) পরিকল্পনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ শতকরা ৪৭ দশমিক ৯১ বাড়ে। কিন্তু সেশনজটের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ বাড়ে শতকরা ২১ দশমিক ৬৫ ভাগ। একই সময় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ শতকরা ৬৫ দশমিক ৮২ ভাগ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ শতকরা ২৭ দশমিক ৪৯ ভাগ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ১৯৬ ভাগ বাড়ে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৯০-৯৫) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ২৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় তা রাজশাহীর দ্বিগুণ ছিল। অথচ ঐ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাত গুণ বেশী ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য অনুসারে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা পিছু মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৮ হাজার ৩ শ' ৬২ টাকা। একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বরাদ্দ ছিল ১৬ হাজার ২ শ' টাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা পিছু ২৭ হাজার টাকা। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা পিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১১ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২০ হাজার টাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৭৮ হাজার টাকা।

গত (১৯৯৫-৯৬) অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে ২৯ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই বরাদ্দ ছাত্র-ছাত্রী পিছু ছিল ১০ হাজার ৮ শ' ১৪ টাকা। এই বরাদ্দের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪৪ কোটি ৫৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করেছে। সংশোধিত বাজেট ও বরাদ্দের মধ্যে ঘাটতি প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেট হচ্ছে ৪৮ কোটি ৭৮ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। এর মধ্যে ২ কোটি ৩৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ৪৬ কোটি ৪৩ লাখ ১৬ হাজার টাকা মঞ্জুরী কমিশন হতে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

উপাচার্য জানান, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক (১৯৯৫-২০০০) পরিকল্পনায় আরও দু'টি ইনস্টিটিউট, দু'টি বিভাগ, নতুন (চতুর্থ) বিজ্ঞান ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য ২০ কোটি টাকার থেকে বরাদ্দ মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার থেকে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সাড়ে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক, জার্নাল প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি টাকার অনুদান প্রয়োজন বলে উপাচার্য জানান। তাঁর মতে, প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে গুণগত মানের দিক দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে উন্নীত করা সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বর্তমানে ১৪টি আবাসিক হলে প্রায় সাত হাজার সিট রয়েছে। যা চাহিদার শতকরা ২৫ দশমিক ৯৩ ভাগ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে বলেন, আর্থিক ও অন্যান্য সংকটের কারণে ১৯৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

❑ উত্তম কুমার দাস